দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JUL 1996 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

মাধ্যমিক পর্যায় কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রসঙ্গে

ডঃ এ, হাসান

সম্ভবত সমগ্র সভ্যজগতের মধ্যে আমাদের দেশের স্কুলের পাঠ্যক্রম (কারিকুলাম) ও পাঠ্যপুস্তক নিম্নমানের। এমনি দুরবস্থা কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়, আইয়ুব শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ঔপনিবেশিকদের দ্বারা প্রবর্তিত স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা খুব একটা ভাল না হলেও সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি চলনসই ছিল। এরপর সময়—সভ্যতা অগ্রগতির ও জ্ঞানের প্রবৃদ্ধির সাথে তাল রেখে যেখানে অন্যান্য দেশের স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ উন্নতি লাভ করেছে সেখানে এদেশে ঘটেছে ঠিক উল্টো। শিক্ষা সংস্কারের নামে আইয়ুব শাসনামলে স্কুল শিক্ষার যে দুরবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল, আজও সেই অবস্থা যে বহাল আছে তা নয়, বরং দিনে দিনে তা আরো খারাপ হচ্ছে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই লেখাটিতে স্কুল শিক্ষা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে মূলত তিনটি কারণে ঃ (১) এটি তর্কাতীত সত্য যে স্কুল শিক্ষা সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি এবং একটি জাতির উন্নতিরও অন্যতম প্রধান ভিত্তি, (২) অন্যান্য দেশের মত এদেশেও সিংহভাগ ছাত্রই স্কুল শিক্ষাশেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করে, (৩) স্কুলের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক মূলত একটি দেশের নিজস্ব পরিকল্পনাপ্রসূত, কিন্তু কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমগ্র সভ্যজগতে কমবেশি একই পর্যায়ের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাখায় সাধারণত ওয়ার্ল্ড–স্ট্যান্ডার্ড পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়। এর অধিকাংশই বাছাই করা হয় সমগ্র বিশ্বে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক থেকে।

স্কুল শিক্ষার দুরবস্থার কথা খুব বেশি না হলেও মাঝে–মধ্যে পত্রিকায় মুদ্রিত ও দু'চারটা সেমিনারে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ঐ সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শুধু উপেক্ষাই লাভ করেছে বলে মনে হয়, তাই তো স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পর আজও স্কুল শিক্ষার ক্রমাবনতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিগত বছরগুলোতে নেয়া (অনেক ক্ষেত্রে পরে বাদ দেয়া) স্কুল শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে এর বহু উদাহরণ দেয়া যায়; কিন্তু সেই বিস্তারিত আলোচনা এই লেখার বিষয়বস্তু নয়। এই লেখাটিতে শুধুমাত্র এ বছর থেকে নবম–দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার ছাত্রদের জন্য কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে যে গুরুতর ক্ষতিকর সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে তা আলোচনা করা হবে। এ বছর থেকে প্রবর্তিত উল্লিখিত নতুন পাঠ্যক্রমে (এবং পাঠ্যপুস্তকেও) আরও অনেক ক্ষতিকর সমস্যা রয়েছে।

কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সমস্ত ছাত্রকে কৃষিবিদ বানাতে চাচ্ছেন? এই উদ্ভট ধারণা অবশ্যই একেবারে দূর করতে হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য উন্নত কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, সেখানে পড়াশোনা করার জন্য ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করতে হবে, কৃষকদের জন্য উন্নতমানের কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করতে হবে। আর দেশের কাঙ্ক্ষিত শিল্পায়নের লক্ষ্যে এদেশেই উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান তৈরি করার জন্য এই সমস্ত বিষয়ের ছাত্রদেরও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যৎ কৃষিবিদ, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রমুখ যার যার নিজেদের জন্যে উপযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে পেতে পারে এমনি ব্যবস্থা 'ও–লেভেল'–এ রয়েছে। আমাদেরও প্রয়োজন এমনি শিক্ষাব্যবস্থা। এখানে শিক্ষা বোর্ডের আবিষ্কার করার মতো কিছু নেই। তাহলে শিক্ষা বোর্ড কেন এ বছর থেকে বিজ্ঞানের সকল ছাত্রের জন্য কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে উদ্ভট মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন? কেউ বলেন আবেগজনিত বোকামির জন্য, কেউ বলেন অজ্ঞতার জন্য, কেউ বলেন অবহেলার জন্য, আর কারো কারো মতে এদেশের কাঙ্ক্ষিত শিল্পায়নকে বাস্তবায়িত হতে না দেয়ার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরও নিম্নগামী করতে মহলবিশেষের গভীর ষড়যন্ত্রের এটি একটি অংশ।

অজ্ঞতা আর আবেগজনিত বোকামি একই মুদ্রার দুই পিঠ। শিক্ষা বোর্ড যদি অজ্ঞতাজনিত বোকামি থেকে উপরোক্ত 'কৃষি–কৃষি' আবেগ সৃষ্টি করে থাকে, তবে ওপরে বর্ণিত তার ভয়াবহ ক্ষতি থেকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের ও দেশকে মুক্ত করার জন্য প্রকৃত প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে। যাঁরা বলছেন 'অবহেলা' নামক রোগের কারণে শিক্ষা বোর্ড এই 'কৃষি–কৃষি' আবেগ সৃষ্টি করে ফেলেছেন, তাদের কথার পেছনেও যুক্তি আছে। প্রায় দু' বছর আগে একজন আমলা (তদানীন্তন শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক)কে প্রধান করে গঠিত শিক্ষা সংস্কার কমিটি দু'টি আমাদের দেশের অধিকাংশ কমিটির মতো 'মিটিং–সিটিং–ইটিং' করে সময় কাটিয়ে দেন। শেষমেষ তড়িঘড়ি করে 'একটা কিছু নতুন করেছি' এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে কমিটি ওপরে বর্ণিত বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষাসহ অন্য বহু সমস্যাজড়িত ও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত নতুন মাধ্যমিক বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম [illegible]

তারিখ 10 JUL 1996 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৈনিক সংবাদ

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া একটি দেশের জন্য অবশ্যই সুখকর এবং সম্মানজনকও বটে। এজন্য সেই দেশে কৃষির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে; কিন্তু 'কৃষিপ্রধান দেশে' এর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলোর দিকে তাকালেই এই সত্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ঐ দেশগুলোর অধিকাংশই শুধুমাত্র খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, তারা অনেক তথাকথিত কৃষিপ্রধান দেশে খাদ্য রপ্তানিও করে, অথচ তারা শিল্পপ্রধান দেশ। বর্তমান বিশ্বে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রয়েছে যথাযথ ও ব্যাপক শিল্পায়ন। ঐ সমস্ত উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা ভুলেও চিন্তা করা হয় না; শুধুমাত্র কৃষিবিদদের জন্য রয়েছে উন্নত কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আরও রয়েছে কৃষকদের কাছে উন্নতমানের কৃষি উপকরণ পৌঁছানোর ব্যবস্থা। আমাদের কৃষিকে উন্নত করতে হলে আমাদেরও এমনি পদক্ষেপ নিতে হবে। অথচ এমনি ব্যবস্থার কথা চিন্তা না করে, শিক্ষা বোর্ডের তথাকথিত শিক্ষা সংস্কারকেরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্য বিজ্ঞানীরা এ বছর থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আর এই ব্যবস্থার কারণে উক্ত বিষয়ের ছাত্ররা মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ফলে দেশের উন্নতির লক্ষ্যে কাঙ্ক্ষিত শিল্পায়নের জন্য ভাল বিজ্ঞানী, ভাল ইঞ্জিনিয়ার আর তৈরি হবে না। কেউ যদি যুক্তি দেখান যে, তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার সাথে কৃষি শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করলে ক্ষতি কি, তবে তাদের অবগতির জন্য বলতে হয় এত বিষয়ের বোঝা (মোট ১২০০ নম্বর) মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন ছাত্রের কাঁধে চাপালে তার লেখাপড়ার যে দুরবস্থা হবে তা বুঝতে কারো তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন, এখন এ দেশের অনেক ছাত্র 'ও–এ' লেভেল পড়ে এবং সেখানে কোন বিষয়ই বাধ্যতামূলক নয় ও ঐ সমস্ত ছাত্রের অধিকাংশই বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা নেয়; কাজেই দেশের কাঙ্ক্ষিত শিল্পায়নের জন্য ভাল ইঞ্জিনিয়ার, ভাল বিজ্ঞানীতো ওদের দিয়েই তৈরি হচ্ছে। বক্তব্যটি আংশিক সত্য, 'ও–এ' লেভেলে কোন বিষয়ই বাধ্যতামূলক নয় এবং ফলে এদেশের উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা (উচ্চব্যয়ের জন্য সাধারণত এরাই ঐ শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষার ভিত্তি নিয়ে ভাল বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি হতে পারছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিদেশে পড়াশোনা করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরা দেশে ফিরে আসবে এবং দেশের কাঙ্ক্ষিত শিল্পায়ন এদের দিয়েই সমাধা হবে – এই ভরসাতেই কি শিক্ষা বোর্ডের উপরোক্ত শিক্ষা–সংস্কারকেরা এদেশের স্কুল–

আবার, কেউ কেউ মনে করছেন, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীদ্বয়কে (উচ্চবিত্তরা তো 'ও–এ' লেভেলশেষে বিদেশে পড়াশোনা করে) দাবিয়ে রাখার জন্য এটা মহলবিশেষের ষড়যন্ত্র। তা যাই হোক না কেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি স্কুল শিক্ষাকে উপযুক্ত রূপ দেয়ার জন্য আর বিলম্ব না করে দেশদরদী সকল রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, অভিভাবক তথা দেশের সকল সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রচেষ্টায় কোন আবেগ বা অজ্ঞতার স্থান নেই – প্রজ্ঞাই হবে একমাত্র পথনির্দেশক। তাই নবম–দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমকে সমস্যামুক্ত করে সকল ছাত্রের জন্য উপযুক্ত করার অন্যতম একটি পদক্ষেপ হবে বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষার ধারণাকে সমূলে উৎপাটন করা। মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা হবে একটি ঐচ্ছিক বিষয়; ভবিষ্যৎ কৃষিবিদরা তা পড়বে, আর ভবিষ্যৎ অন্যান্য বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়বে।

কোনরকম আবেগ বা অজ্ঞতা যেন এই সত্যের পথে বাধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

গত ১৮ই জুন বিটিভি থেকে প্রচারিত 'বিতর্ক প্রতিযোগিতা' নামক অনুষ্ঠানটি ছিল এমনি আবেগপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর বিতর্কের বিষয় ছিল 'উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ।' যেখানে মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করাটাই একটি চরম ভুল, সেখানে উচ্চ মাধ্যমিককে বাধ্যতামূলক করাটাকে কি রকম ভুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর বিষয়টিতো শিক্ষা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের; টেলিভিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কি করে এই বিষয়কে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিলেন তা একেবারে বোধগম্য নয়। এতে বিটিভির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিতর্কের বিষয়বস্তু বাছাই করতে যে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তার অভাব কি সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়নি? শিক্ষার মত একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হেলাফেলা করা টেলিভিশনের মত একটি জাতীয় গণমাধ্যমের একেবারেই উচিত হয়নি। ঐ [illegible] যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল তাদের তো [illegible] বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এই বিষয়ে সঠিক অভিমত দেয়ার মত প্রজ্ঞা থাকার কথা নয়। তাই যারা বিষয়টির পক্ষে ছিল, স্বভাবতই তাদের বক্তব্য ছিল সাধারণ, আবেগপূর্ণ কথায় ভরপুর। আর বিপক্ষের ছাত্রছাত্রীরাও সঠিক যুক্তিগুলো খুঁজে না পেয়ে আসল সত্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি।

এই 'কৃষি–কৃষি' বিভ্রান্তি থেকে জাতিকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত করা যায় ততই মঙ্গল।